ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-৬৩৩
আগরতলা, ২৯ মে, ২০১৭

এন ই সি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী
উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদকে দীর্ঘ মেয়াদী রূপায়ণযোগ্য এবং বহুমুখী পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের বৈঠক বছরে দ'বার করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার । আজ নয়াদিল্লীতে এন ই সি-র বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাব দিয়ে বলেন, পর্ষদের প্রথম বৈঠকটি হওয়া উচিত আর্থিক বছরের শুরুতে বার্ষিক বাজেট ও পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য । দ্বিতীয় বৈঠকটি এর কিছু সময় বাদে করা যাতে গৃহীত বাজেট ও নির্দিষ্ট সময় সাপেক্ষে গৃহীত প্রকল্পের কর্মসূচীগুলি নিয়ে আলোচনা করা যায় । আজ এন ই সি-র বৈঠকের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ডোনার মন্ত্রী ও পর্ষদের চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানান এই বৈঠক আহ্বান করার জন্য । বৈঠকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, রাষ্ট্র জনগণের জন্য বিশেষ করে যে জনগণ নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম নন ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের এই অঞ্চলে যারা বসবাস করেন, বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর লোকেদের কল্যাণে সরকারের যৌথ উদ্যোগেরই প্রতিরূপ হিসাবে কাজ করছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদ বা এন ই সি । এন ই সি তৈরী হয়েছে একটি সংঘবদ্ধ ও সমন্বিত আঞ্চলিক পরিকল্পনা তৈরীর জন্য, অগ্রাধিকারের বিষয় নির্ধারণ করতে । গৃহীত পরিকল্পনা সঠিকভাবে রূপায়ণ করার জন্য আজকের বৈঠকটি স্বাভাবিক ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই বৈঠকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ত্রি-বার্ষিক আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিবেচনা করা হবে । সঠিক ও উপযুক্ত আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য দরকার এই অঞ্চলের সমস্যা এবং অগ্রাধিকারের বিষয় চিহ্নিত ও মূল্যায়ণ করা । মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে এই অঞ্চলের কিছু বিশেষ সমস্যার উল্লেখ করে বলেন, সমতুল উন্নয়ন এবং অর্থবহ পরিবর্তন আনার জন্য এগুলির সমাধান দরকার, যাতে দেশের অন্যান্য

.....(২)....

অঞ্চলের মত এই অঞ্চলও উন্নত হতে পারে । জাতীয় চিত্রের তুলনায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মাথাপিছু আয়ের হার কম, কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা কম, অথচ এই ক্ষেত্রগুলিই এই অঞ্চলে আয়ের মূল উৎস । প্রাথমিক ক্ষেত্রের সম্ভাবনাকে আর্থিক উন্নয়নের জন্য পুরোপুরি ব্যবহার করা হয়নি । দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলের শিল্পায়নের মাত্রা কম । সরকারী সংস্থাগুলির উপস্থিতিও সীমিত এখানে । আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সড়ক, রেল, বিমান ও টেলিযোগাযোগে এখনো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে । বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ ও বন্টনের সম্ভাবনাকেও পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়নি । দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্রেডিট-ডিপোজিটের হারও কম । তাই আঞ্চলিক পরিকল্পনা তৈরী করার সময় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পর্ষদকে এসব প্রতিবন্ধকতাগুলিকে অতিক্রম করার কথা মাথায় রেখে উপযুক্ত কৌশলের প্রস্তাব রাখা উচিত । পৃথক পৃথক কৌশলের পরিবর্তে পর্ষদের দরকার একটি দীর্ঘমেয়াদী রূপায়ণযোগ্য এবং বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করার, যার মধ্যে থাকতে পারে স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা । এই পরিকল্পনার নিয়মিত বিশ্লেষণও করা যেতে পারে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত বৈঠকে ত্রিপুরার পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিষয়গুলির অনেকগুলিই পুরোপুরি সমাধান হয়নি বা এব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি । তার মধ্যে রয়েছে কিছু সড়ক প্রকল্প, আয়রণ রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট, আগরতলা বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নীত করা, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসনের জন্য একটি সুসংহত প্যাকেজ তৈরী করা এবং মিজোরামের রিয়াং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন । এসব ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া খুবই প্রয়োজন । এন ই সি-র প্রকল্পগুলিকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের রূপ দেওয়া হয়েছে । কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে এন ই সি-র প্রকল্পগুলির টাকা আগের মতো রাজ্য সরকারের কাছেই হস্তান্তর করা দরকার যাতে তারা তাদের এজেন্সীর মাধ্যমে রূপায়ণ করতে পারে ।

......৩য় পাতায়

This document was created using SmartPDFConverter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য এন ই সি ৯২৫ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছে । এই অর্থ চলতি প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য খুবই কম এবং এতে নতুন কোন প্রকল্প শুরু করার জন্য কোন অর্থ বাঁচবেই না বলতে গেলে । এই অঞ্চলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন এই অংকে তা মিটবে না ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার লুক ইস্ট পলিসি-র উপর গুরুত্ব আরোপ করছে, সেজন্য আধুনিক ও মৌলিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার । কিন্তু এই নীতির সঙ্গে এন ই সি -কে দেওয়া অর্থের পরিমাণের সঙ্গতি নেই । পরিকল্পনা কমিশন অবলুপ্তির পর বিশেষ শ্রেণীর রাজ্যগুলির জন্য বিশেষ পরিকল্পনা সহায়তাও বন্ধ হয়ে যাওয়াতে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা করার মাধ্যম হিসেবে এন ই সি-র ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । আঞ্চলিক ভেদাভেদ দূর করার লক্ষ্যে এন ই সি-কে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সরবরাহ করা দরকার । ২০১৭-১৮-র বাজেট আরো উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো উচিত, কমপক্ষে বিশেষ পরিকল্পনা সহায়তার (স্পেশাল প্ল্যান এসিস্ট্যান্স) ব্যাপারটি ক্ষতিপূরণের জন্য । বৈঠকে যে আঞ্চলিক পরিকল্পনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী কিছু প্রস্তাব তুলে ধরেন । উত্তর- পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে গ্রীড এন্টারেক্টিভ লোড ভিত্তিক সোলার প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি দেওয়া উচিত যাতে পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো যায় । চট্টগ্রামের সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে লিংক-এর সুবিধা যাতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ পুরোপুরিভাবে নিতে পারে সেজন্য আগরতলা ইন্টারন্যাশন্যাল গেটওয়ে (আই জি ডব্লিউ)-তে জি জি এস এন এবং এস জি এস এন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় টেলিকম সরঞ্জাম স্থাপন করা উচিত । ত্রিপুরা সহ উত্তর- পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যগুলির গ্রামগুলিতে ল্যান্ডলাইন, ব্রডব্যান্ড এবং মোবাইল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া দরকার । মোবাইল পরিষেবায় গুণগতমানও উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে আগরতলা -কৈলাসহর -শিলচর - গৌহাটি রুটে বিমান পরিষেবায় কৈলাসহর এবং কমলপুর বিমানবন্দর চালু করতে হবে । আগরতলা - আখাউড়া রেল পথের কাজ দ্রুত শেষ করা এবং বাংলাদেশের সঙ্গে রেল যোগাযোগের কাজ আরও ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন । সাব্রুমের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কাজ যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়িত করতে হবে। আগরতলা থেকে মায়ানমারের কলয় পর্যন্ত রেল যোগাযোগের জন্য সমীক্ষা এবং প্রকল্প রূপায়ণের কাজ খুবই গুরুত্বের সঙ্গে হাতে নেওয়া প্রয়োজন । ত্রিপুরায় একটি রেল ডিভিশন এবং রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড স্থাপনের দাবী দীর্ঘ দিনের । এই দাবী পুরণ করতে হবে । উত্তর- পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের পদ্ধতি আগের মতোই একশ শতাংশ অনুদান হতে হবে ।

**** ৪র্থ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর- পূর্বের রাজ্যগুলির জন্য এন ই সি-র নরমেটিভ অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব চালু হতে পারে । যদি সম্ভব হয় অর্থ বরাদ্দ প্রকল্প রূপায়ণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করা যেতে পারে । এই অঞ্চলের বঞ্চিত মানুষদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আরও কয়েকটি সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন । তিনি বলেন, বর্তমানে মাথাপিছু ৫ কেজি করে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে । এটা পর্যাপ্ত নয় । মাথাপিছু ১০ কেজি না হলেও অন্তত ৭ কেজি চাল সরবরাহ করা দরকার এবং এই অঞ্চলের প্রতিটি মানুষকে এই সুবিধা দিতে হবে । অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনাভুক্ত পরিবারগুলি ছাড়া অন্যদের রেশনের মাধ্যমে ভর্তুকীতে চিনি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার । গরীব মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এটা চালু রাখা প্রয়োজন । কেরোসিন তেলের বার বার মূল্য বৃদ্ধিতে গরীব মানুষের উপর প্রভাব পড়ছে । রেশনে কেরোসিন তেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে । লেবার বাজেটের মাধ্যমে শ্রমদিবস সৃষ্টির সুযোগ কমিয়ে দেওয়া যাবে না । এখনই যদি ২০০ শ্রমদিবসের কাজ দেওয়া সম্ভব না হয় তবে প্রতি বছর পরিবার পিছু কমপক্ষে ১০০ শ্রমদিবসের কাজ দিতে হবে । এম জি এন রেগাতে মজুরী দেওয়ার পদ্ধতি জটিল এবং স্বচ্ছতা বজায় রেখে এই পদ্ধতি সহজ সরল করা প্রয়োজন ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য পুলিশের আধুনিকিকরণে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ গত দুটি অর্থ বছরে বহুলাংশে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে । অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের জন্য আবাসন সহ পুলিশের পরিকাঠামো তৈরীর কাজ করা খুবই সমস্যা হচ্ছে। এম ও পি এফ -এ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে । উত্তর- পূর্বের রাজ্যগুলির বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে । বর্তমানে সি এ পি এফ জওয়ানদের ডেপ্লয়মেন্ট কস্ট -এর ১০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার নিচ্ছে । এম এইচ এ রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করেছে সি আর পি এফ এবং বি এস এফ-এর ডেপ্লয়মেন্ট কস্ট এর অর্থ তাদের মিটিয়ে দিতে । এ জন্য তারা বকেয়া টাকার উপর আড়াই শতাংশ পেনাল্টিও দাবি করেছে । এই পদ্ধতির সংশোধন করতে হবে । অনাকাঙ্খিত এবং অনাবশ্যক আর্থিক বোঝা থেকে উত্তর- পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে মুক্ত রাখতে হবে। মখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন এন ই সি বৈঠকে বিভিন্ন আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে, এবং উত্তর- পূর্বাঞ্চলের দ্রুত উন্নয়নে সহায়ক হবে ।

****

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com